চলচ্চিত্র ভারতী নিবেদিত

অগ্রদূত পরিচালিত

সোদিন দুজনে

সংগীত • সুধীন দাশগুপ্ত

পরিবেশনা • আর, কে, ফিল্ম ডিস্ট্রিবিউটার্স

চলচ্চিত্র ভারতী নিবেদিত—

সেদিন দুজনে

পরিচালনা : অগ্রদূত।

সংগীত পরিচালনা : সুধীন দাশগুপ্ত।

প্রযোজনা : বিভূতি লাহা, শিবনারায়ণ দত্ত।

সহযোগী : সুপ্রভা ব্যানার্জী, হাসিনা বেগম। কাহিনী ও চিত্রনাট্য : সিদ্ধার্থ দত্ত। সহযোগী পরিচালক : অমর ভট্টাচার্য্য। চলচ্চিত্রায়ণ : বিভূতি লাহা, বৈদ্যনাথ বসাক। প্রচার-পরিকল্পনা : রঞ্জিত কুমার মিত্র। শিল্প নির্দেশনা :

সত্যেন রায়চৌধুরী। সম্পাদনা : বৈদ্যনাথ চট্টোপাধ্যায়। শব্দানুলেখন : অতুল চট্টোপাধ্যায়। রূপসজ্জা : বসির আহমেদ। সংগীত গ্রহণ ও শব্দ পুনঃর্যোজনা : সত্যেন চট্টোপাধ্যায়। ব্যবস্থাপনা : রমেশ সেনগুপ্ত। নেপথ্য কণ্ঠে : মান্না দে, আরতি মুখোপাধ্যায়, বনশ্রী সেনগুপ্ত। গীতিকার : সুনীলবরণ, পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়, সুধীন দাশগুপ্ত।

ষ্টুডিও সাপ্লাই কো-অপারেটিভ ষ্টুডিওতে গৃহীত এবং ইউনাইটেড সিনে ল্যাবোরেটরিজ প্রাইভেট লিমিটেড পরিস্ফুটিত।

প্রধান চরিত্রে : সুমিত্রা মুখোপাধ্যায়, দেবরাজ রায়, উৎপল দত্ত, অসিত বরণ, শমিতা বিশ্বাস প্রভৃতি।

বিশ্ব-পরিবেশনায় : আর, কে, ফিল্ম ডিষ্ট্রিবিউটার্স

কথা :

ধনী বনেদী পরিবারের স্বনামধন্য আদিত্য মুখার্জীর এক মাত্র পুত্র অর্কপ্রতাপ। পড়াশুনোয় ডিবেটিংএ খেলাধুলোয় দারুণ চৌখশ ছেলে সে। তাকে চেনে না এমন ছেলে এবং বিশেষ করে মেয়ে নেই বললেই চলে।

বাবার অর্থ এবং সামাজিক প্রতিপত্তি এবং অহমিকা বোধের কাছে ধাক্কা খেয়ে খেয়ে অর্ক প্রায় যখন ক্ষেপে উঠেছিল, সে সময় তার পরিচয় হল এম, এ ক্লাসে নতুন আসা শিখরিনী পাঠকের সঙ্গে। এরা পরস্পরের কাছে একেবারে অচেনা সমাজের মানুষ—তাইতেই যেন প্রথম দর্শনেই প্রেমটা গভীর হল বেশী।

শিখাদের সামাজিক প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে আদিত্য মুখার্জীর বিরূপ মনোভাব এবং কলেজের বন্ধুবান্ধবীর বিরোধিতা আরও একরোখা করে তুললো অর্ককে। গরীব বিপত্নীক আত্মভোলা সঙ্গীতসাধক বাবার কাছে শিখা গোপন করেনি কিছুই। মতও পাওয়া গেল তাঁর।

ফলে অর্ককে ছাড়তে হল পিতার প্রাসাদতুল্য প্রত্যাপলজ এবং বিষয়-আসয়—বিয়ে করল শিখাকে। সাধারণ পরিবেশের দেড়ঘরা ফ্লাটে সাজালো তার সংসার। স্কুল মাষ্টারী করত অর্ক সঙ্গে সঙ্গে তৈরী হচ্ছিল ফাইন্যাল পরীক্ষার জন্য। শিখাও বাচ্চাদের পড়াতো—শেখাতো গান। শিখাকে নিয়ে অর্ক এক নতুন জীবন পেয়েছে—ওদের ভালবাসার গভীরতা অনেক।

ফাইন্যাল পরীক্ষায় সেকেণ্ড হল অর্ক। দারুন ভাল চাকরী পেল একটা। দেড়ঘরা ফ্লাট ছেড়ে কেতাদুরস্ত ফ্লাটে সুপ্রতিষ্ঠিত হল অর্ক আর শিখা, আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে এসেছে অর্কর পুরানো জীবনের উন্মাদনা—পার্টি আর গেট টুকেদার করে বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে ভরিয়ে তুললো অফিসেরবাইরের জীবন। ফলে অর্ক-শিখার জগতটা হয়ে গেছে অপরিসর। বিশেষকরে নিজেকে অকিঞ্চিৎকর মনে হয়ে শিখার।

অশান্তির মেঘ ঘনিয়ে এল ওদের আকাশে। অবশেষে মান অভিমানের মধ্য দিয়ে অর্ক ওর নিজের ভুল বোঝে। ওরা এখন চায় পরিপূর্ণতা—চায় সন্তান।

…শিখা মা হতে চলেছে—অর্ক শিখার জগৎটা আবার ফিকে থেকে রঙীন হয়ে উঠলো। ওরা মেতে উঠলো অনাগত ভবিষ্যৎ নিয়ে। হঠাৎ একটা ঠাণ্ডা ব্যবধানের পাচিল গড়ে উঠল দু'জনের মধ্যে—চুপ হয়ে গেছে শিখা।

কিন্তু কেন?

দীপক চ্যাটার্জী কর্ত্তৃক ৫/২বি/২, পণ্ডিতিয়া রোড, কলিকাতা-২৯, হইতে প্রকাশিত।

গান

(১)

এতদিন কোথায় ছিলে
একা একা একা
রোদ বৃষ্টি ঝড়ে
আমি পাইনি তোমায় দেখা।
খুঁজেছি জনস্রোতে
মিছিলের সুরু হ'তে
মেলেনি হৃদয় পটে
তোমার মুখের রেখা।
দিনরাত্রির কাব্য এখন শেষ
নতুন ক'রে তোমায়
এইতো দেখি বেশ।
খুলেছি মনের খাতা
আছে তার যতো পাতা
সেখানেও দেখি শুধু
তোমারই নাম লেখা।

কথা : শ্রীসুনীলবরণ

(২)

কথা দিওনা
মন নিওনা
কথা দিলে সে কথা
ভুলে যেয়োনা।
দুচোখে অন্যভাষা
মুখেতে ভালবাসা
এ ফাঁকি কখনো
দিতে চেয়োনা।
মনেতে ও মন
থাকেনা যখন
কেন বলে গিয়ে
এলেনা তখন,
কেন এই শূন্য ঘরে
এ আঁধার সঙ্গী করে
রয়েছি যে একা
তাকি বোঝ না।

কথা : সুধীন দাশগুপ্ত

(৩)

বলোনা তারে
ওগো বাঁশরী
আমি শবরী এ আঁধারে
তারে যে খুঁজেছি তাই
পথ পারে।
শূণ্য পরাণে মোর
সে ফিরে এলোনা
মনে মনে স্মৃতির প্রদীপ জ্বেলোনা
ডেকোনা তারে
যে ভুলেছে আমারে।

কথা : সুনীলবরণ

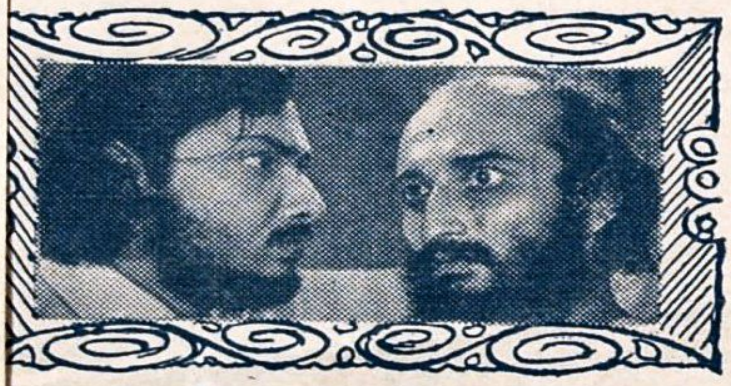

(৪)

এ জীবন দেয় যদি আরও ভালবাসা
অন্ধকারেও বুঝি হৃদয়ের ভাষা
তোমাতে আমাতে
পারি যেন মনকে সাজাতে।
সঙ্গী হয়ে এসেছি কাছাকাছি
তোমাকে সুখে তাই ধরে আছি
অজানা স্রোতে
চলেছি পথে
প্রেমকে জাগাতে।
পাশাপাশি দুজনেই
দাঁড়াবো এসে
ভুলে গিয়ে যত ভুল
এক নিমিষে,
এমনিই রাতে দুজনে মিশে গিয়ে
বুকেতে রেখে এ ভালবাসা দিয়ে
বাঁধবো যখন
তুমি কি তখন
ভুলবে হারাতে।

কথা : শ্রীসুধীন দাশগুপ্ত

(৫)

আমি আসল কি নকল তা নাও চিনে
মুখোসের মুখটাকে সামনে এনে—
দেখালেই যদি সব হও নির্বাক,
মনটা আমার তবে আড়ালেই থাক।
হাসি গানে এ জীবনে দিন শুধু চলে যাক॥
এনেছিলাম আমি আনন্দ,
ছিল না মনে এ দ্বন্দ্ব।
না শুনে, না বুঝে, না দেখে, না খুঁজে
খেয়ে গেলে শুধু ঘুরপাক।
মনটা আমার তবে আড়ালেই থাক।
হাসি গানে এ জীবনে দিন শুধু চলে যাক॥
বসেছিলাম এই আশাতে—
দিন যাবে ভালবাসাতে।
কি জানি কি করে—কি আসে কি ধরে
সবই হারাতে যে দেয় ডাক।
মনটা আমার তবে আড়ালেই থাক।
হাসি গানে এ জীবনে দিন শুধু চলে যাক॥

কথা শ্রীসুধীন দাশগুপ্ত

৬

সেদিন দুজনে কত কথা
সেখানে আজ কেন
এই নিরবতা।
সেই হাসি গানে ভরানো এ প্রাণে
কেন যে কে জানে নামে এতো ব্যথা
দিন চলে যায়—যায়
মন ফিরে চায়
সেই ফেলে আসা দিন
ফেরে না তো হায়,
সেই কথা বলা সেই পথ চলা
ফাগুনে শ্রাবণে লেখা সে কবিতা॥

কথা : পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়